

জাতির ক্রান্তিলগ্নে ওরাও একমত হতে পারে।

কাজী জহিরুল ইসলাম

জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক বেসামরিক কর্মকর্তা হিসাবে ডিপার্টমেন্ট অব পিস-কিপিং অপারেশনস-এর (ডিপিকেও) আইভরিকোস্ট মিশনে কাজ করছি গত ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে। গত ১৮ মাসে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। তারই একটি ঘটনা তুলে ধরছি এই কলামে।

২০০০ সালের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়াতে পূর্ব-পশ্চিমে একটি রেখা টেনে পুরো দেশটিকে দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টান অধ্যুষিত দেশের দক্ষিণাংশের কর্তৃত্ব ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো সরকারের হাতে। আর অপেক্ষাকৃত মুসলিম এবং ইমিগ্র্যান্ট অধ্যুষিত দেশের উত্তরাংশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলাসান উয়াভারা সমর্থিত গেরিলানেতা গুইলামো সরোর দখলে। জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের চাপের মুখে দুই দলই ঘাপটি মেরে বসে আছে। ২০০৫-এর ডিসেম্বরে বাগবো সরকারের মেয়াদ শেষ। এর মধ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে একটি অবাধ ও সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচন, গঠিত হবে আইভরিকোস্টের নতুন গণতান্ত্রিক সরকার, অবসান ঘটবে পশ্চিম আফ্রিকার সুপার পাওয়ার বিশ্বের ৮০ শতাংশ কোকো উৎপাদনকারী দেশ আইভরিকোস্টের রক্তক্ষয়ী সংঘাতময় রাজনীতির। এ প্রত্যাশা গেরিলা নেতৃত্বাধীন পাহাড়-পর্বতে ঘেরা দেশটির উত্তরাংশের। গালফ অব গিনির উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকা অতলান্তিকের মুকুট নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আইভরিকোস্টের দক্ষিণাংশের নেতৃত্ব অবশ্য তা চান না। প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো যে কোনো উচ্ছ্রায় ক্ষমতা ধরে রাখতে চান। কি হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫-এর পর যদি বাগবো ক্ষমতা না ছাড়ে? এর উত্তর নেই দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছেও। বাগবো অনড়, সিংহাসনে তার মরণ কামড়। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাপে দফায় দফায় মিটিং হচ্ছে বিবদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে। গেরিলারা চলমান সাঁজোয়া বহরের নিরাপত্তাবেষ্টনী বগলে করে আবিদজান আসছেন। টেবিলে অস্ত্র রেখে মিটিং করছেন। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। সন্ধ্যার আকাশে প্রতিদিনের মতো ভুতুড়ে বাদুড়ের হাজারো কালো ডানা। আবিদজানের সিভিল সোটাইটি উদ্ভিগ্ন। কি হবে ৩১ ডিসেম্বরের পর? গেরিলাদের এক দাবী, বাগবোকে সরে দাঁড়াতে হবে। বাগবোর এক কথা, দেশের এই অরাজক পরিস্থিতিতে নির্বাচন হতে পারে না। এদিকে সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫ অনুযায়ী কোনো হাফ আইভরিয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অযোগ্য। যে কারণে ২০০০ সালের নির্বাচনে আলাসান উয়াভারার প্রার্থিতা বাতিল ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। উয়াভারার বাবা খাঁটি আইভরিয়ান হলেও, তার মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর (আপার ভোল্টা) রাজকন্যা। আলাসান উয়াভারাকে ছাড়া নির্বাচন? অসম্ভব। আইভরিকোস্টের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথা চিন্তাই করা যায় না। আবোরো আন্তর্জাতিক চাপ। আর্টিকেল ৩৫ সংশোধন করতে হবে। বাগবো বলেন, সংসদে তুলবো। কিন্তু গেরিলারা তা মানবে না। সংসদতো বাগবোর অনুগতদের দখলে। আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে। অবশেষে বাগবো তার মেয়াদকালের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতাবলে সংশোধন করেন আর্টিকেল ৩৫। উৎসবে মেতে উঠে উত্তর, শুরু হয় উদ্দাম নৃত্য, শূন্যে লাফিয়ে উঠে হাজার হাজার বোতল শ্যাম্পেইনের উচ্ছাস।

আর মাত্র ক'দিন। ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত। বাগবো সরকারের সময় শেষ, অথচ নির্বাচনের কোনো প্রস্তুতি নেই। কি হবে এখন? উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় কাটে প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত। দাঁত বের করে হাসে কেউ

কেউ। আবার এটা ফ্রান্স হবে! স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা নেই আমাদের! রাস্তার টহল বাড়ে। সাজোয়া নামে। ফরাসী এপিসিগুলি ভূতের মতো নিঃশব্দে হাঁটে সমস্ত আবিদজান শহরে। জাতিসংঘের শাদা জিপগুলি হাওয়া। কোনো নিরাপদ গর্তে ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই। আমরা টের পাই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এর মধ্যে উত্তর-দক্ষিণের সীমান্তরেখা, ‘জোন অব কনফিডেন্স’ অতিক্রম করতে গিয়ে জাতিসংঘ মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে একদল সরকারী পেটোয়া বাহিনী, ‘ইয়াং পেট্রিয়ট’ নামধারণ করে যারা দক্ষিণের মাঠ গরম রাখছে সারাক্ষণ। আমাদের ওয়্যারলেস সেটগুলো গরম হয়ে ওঠে। মুভমেন্ট রেস্ট্রিকটেড হয়ে যায়। নো বিচ, নো নাইট ক্লাব। সন্ধ্যার পরে সুনসান নীরবতা। শহরে টানটান উত্তেজনা। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। গেরিলারা কি শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে দক্ষিণে চলে আসবে? প্রস্তুত ইয়াং পেট্রিয়টও। এবার জমবে খেলা। রক্তের হোলিখেলা। কচি শিশুদের আঙুলগুলি কড়মড়িয়ে খাবে একদল জিঘাংসী কালো মানুষ। মানুষের মাথার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলবে অন্যদল।

শুরু হয় আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন। জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন মিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়ে তোলে নতুন সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (আইডব্লিউজি)। আইডব্লিউজির নেতৃবৃন্দ বিবদমান দু-গ্রুপের সাথেই দফায় দফায় মিটিং করেন। কিন্তু তেমন ফল হয় না। দু গ্রুপ-ই নিজেদের অবস্থানে অনড়। মিটিং বসে নিউ ইয়র্কে, জাতিসংঘের সদর দফতরে। নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়, আইভরিকোস্টের বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র ওয়ে আউট হলো, বিবদমান গ্রুপগুলোর সকলের সম্মতিসাপেক্ষে একজন নিরপেক্ষ আইভেরিয়ান খুঁজে বের করা এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগদান করা। প্রধানমন্ত্রীর কাজ হবে গেরিলাদের নিরস্ত্রিকরণ, সঠিক ভোটের লিস্ট প্রনয়ন এবং আগামী ৩১ অক্টোবর ২০০৬-এর মধ্যে সকলের গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। সেই সময় পর্যন্ত লরেন্ট বাগবোই প্রেসিডেন্ট থাকবেন কিন্তু তার হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীই হবেন দেশের নির্বাহী প্রধান। সিদ্ধান্ত মেনে নেয় সকল গ্রুপই। শুরু হয় নির্দলীয়, নিরপেক্ষ আইভেরিয়ান খোঁজার পালা। আইডব্লিউজি সকল রাজনৈতিক দলের কাছে নাম চেয়ে পাঠায়। ২২ জনের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরী হয়। সেই তালিকায় গেরিলা নেতা গুইলামো সরোর নামও উঠে আসে।

দফায় দফায় মিটিং বসে। প্রত্যেকের ফাইল তলব করা হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয় ব্যক্তিগত ক্রাইম রেকর্ড, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, বিদেশ কানেকশন, ঋণ প্রোফাইল আরো কত কি। তালিকা ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে নেমে আসে পাঁচ-এ। এরপর তিন, এরপর দুই। শেষমেষ সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মতিসাপেক্ষে মনোনীত হয় সবচেয়ে যোগ্য এবং নিরপেক্ষ আইভেরিয়ান, দেশের ক্রান্তিকালের প্রধানমন্ত্রী জনাব চার্লস কোনান বেনিকে।

যে দেশ গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ দাবানলের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে, যে দেশ কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত, যে দেশের নেতৃত্বকে টেবিলে অস্ত্র রেখে মিটিং করতে হয়, যে দেশের মানুষ প্রতিহিংসাবশত শত্রুর বুক ছিড়ে কলিজা বের করে চিবিয়ে খায়, তারাও জাতির ক্রান্তিলগ্নে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, সকলে একমত হয়ে একজন নিরপেক্ষ লোক খুঁজে বের করতে পারে, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।